মুজিবনগরে বিভিন্ন মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেফতার

মুজিবনগরে বিভিন্ন মামলার সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্ট ভুক্ত ৬ আসামিকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বুধবার রাত ১টা হতে ভোর ৫ টা মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান এর নের্তৃত্বে এসআই উত্তম কুমার, এসআই প্রকাশ ঘোষ, এসআই সাইফুল ইসলাম, এএসআই সোহেল রানা, এএসআই সাখাওয়াত হোসেনসহ সংগীয় ফোর্স নিয়ে মুজিবনগর থানার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে এজাহারভুক্ত আসামী ভবের পাড়া গ্রামের মৃত জামাত দফাদারের ছেলে হেকমত দফাদার (৫০), জিআর নং-৭৩২/১১, পি-৬৫/২৫ এর সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী দারিয়াপুর গ্রামের কাশেম এর ছেলে হাফিজুল(৫০) জিআর নং-৭৩২/১১, পি-৬৬/২৫ এর সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী দারিয়াপুর গ্রামে মৃত বশিরের ছেলে কাসেম (৫৫), জিআর-০৬/২০ সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী দারিয়াপুর গ্রামের তাহের আলীর ছেলে হালিম এবং জিআর নং-৭৫/১৯ এর ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী জয়পুর গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে রবিউল (৩৫), জিআর নং-৪৩/২৩ এর ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী বাগওয়ান গ্রামের আজিমুদ্দিনের ছেলে সাইফুল শেখ (৩৫) কে নিজ নিজ এলাকা হতে গ্রেফতার করা হয়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম (পিপিএম) সার্বিক দিক নির্দেশনায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান (প্রশাসন ও অর্থ) এর তত্ত্বাবধানে এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম (সার্কেল) স্যার এর সহযোগিতায় মুমিন মুজিবনগর থানার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে
আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সে সাথে মুজিবনগর থানা এলাকায় ওয়ারেন্ট মূলে আসামী গ্রেফতার ও মাদক উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে।

দর্শনায় ফেনসিডিল ভর্তি পিকাপসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল ভর্তি পিকাপসহ ১ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত ফেনসিডিল ব্যাবসায়ী দর্শনা পৌরসভার আজমপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে সজিবকে ৮০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করেছে।

জানাগেছে, গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের নেহালপুর গ্রামের পশ্চিম পাড়ার মাঠে।

এ সময় দর্শনা থানার হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের এএসআই সগীর হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে নেহালপুর পশ্চিম পাড়ার ফাঁকা মাঠের পাকা রাস্তার উপর।সে সময় পুলিশ মাদক বহন কাজে ব্যাবহিৃত পিকআফ তল্লাশি করে ৮০ ফেনসিডিল উদ্ধার করে। এ ঘটনায় ১ জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাসহ ও পলাতক আসামীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

ছয় লাখ টাকা সুদ দিয়েও পরিশোধ হয়নি পঞ্চাশ হাজার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বড়বাড়ি গ্রামের মোশারেফ মন্ডলের ছেলে শিমুল মন্ডল সুদে টাকা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। ছয় লাখ টাকা সুদে কারবারী ইসরাইলকে দিলেও মুক্তি মেলেনি আজো। অথচ তার কাছ থেকে সুদ নেয়া ছিলো মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা। আবারও টাকা দাবি করে মামলা করেছেন আদালতে।

জানা যায়, সদর উপজেলার মধুহাটি ইউনিয়নের বড়বাড়ি গ্রামের আমজেদ

আলী মন্ডলের ছেলে ইসরাইলের কাছ থেকে চাষাবাদের জন্য বিগত ২০২০ সালের ১৫ এপ্রিল ৫০ হাজার টাকা সুদ হিসেবে নেন শিমুল মন্ডল। কিন্তু সেই টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে হারিয়েছেন স্বর্বস্ব। প্রতিমাসে সাড়ে ১২ হাজার টাকা মৌখিক চুক্তি থাকলেও আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে নিয়মিত তা পরিশোধ করতে পারেননি শিমুল। এরপর সুদে কারবারি মিমাংশা জন্য চাপ দিতে থাকে শিমুল মন্ডলকে। পরে ৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা দাবি করে সুদে কারবারি ইসরাইল। উপায়ন্ত না পেয়ে বসতভিটা বিক্রি করে সুদে কারবারীর হাতে ৩ লাখ ১৪ হাজার টাকা তুলে দেন শিমুল। পরবর্তিতে আরও ১ লাখ ২০ হাজার টাকা দাবি করেন সুদে কারবারি। সেই দাবী পূরণ না হওয়ায় ভূয়া স্ট্যাম্পে ইসরাইলের মা ওজলা খাতুনকে বাদি করে ৫ লাখ টাকা কর্জ দিয়েছেন দাবি করে ঝিনাইদহ আদালতে মামলা করেছে সুদে কারবারি। সেই মামলায় সাক্ষী হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছে সুদে কারবারি ইসরাইল, তার বাবা, স্ত্রীকে।

ভ’ক্তভোগী শিমুল মন্ডলের পিতা মোশারেফ মন্ডল জানান, ‘৫০ হাজার টাকা নিয়ে এ পর্যন্ত ৬ লাখ টাকার উপরে সুদে কারবারি ইসরাইলকে দিয়েছি। বসতভিটা বিক্রি করে টাকা দিয়েও মুক্তি মেলেনি। জমিজমা টাকা পয়সা হারিয়ে একেবারে পথে বসে গেছি।
আমার নিকটতম পতিবেশি ইলাজ মিয়াকে দিয়ে সুদে কারবারি ইসরাইল আমার ও আমার পরিবারকে শারীরিক, মানষিক নির্যাতন সহ সামাজিকভাবে হেয় পতিপন্ন করছে। এমনকি বিগত ২০২৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর আমার ছেলে রিপুল মন্ডলের উপর হামলা করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর মিথ্যা গল্প সাজিয়ে ইলাজ মিয়া আমাদের নামে ঝিনাইদহ সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগকে কেন্দ্র করে আমাকে এবং আমার ছোট ভাই বাবলুকে থানায় মিমাংশার কথা বলে আটক করার পরদিন আদালতে চালান করে এবং আমার ছেলে শিমুলকেও আটক করে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। এতকিছুর পরও বিভিন্ন ভাবে আমার ও আমার পরিবারকে প্রাণনাশের ভয় দেখানো হচ্ছে। আমরা সুদে কারবারি ইসরাইলের হাত থেকে মুক্তি চাই।

এবিষয়ে সুদে কারবারি ইসরাইল জানান, আমি ৫০ হাজার টাকা দিয়নি এ পর্যন্ত ৬ লাখ টাকার উপরে সুদে টাকা নিয়নি বলে অস্বিকার করেন। এছাড়াও আমার বিরুদ্ধে আনিত সকল অভিযোগ মিথ্যা। শিমুল মন্ডলের সাথে আমার কোনদিন কোন লেনদেন হয়নি। অন্যদিকে আদালতে মামলা করার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, আমি আদালতে মামলা করেছি। সত্য মিথ্যা সব প্রমাণ হয়ে যাবে আদালতেই।

ঝিনাইদহে সাবেক চেয়ারম্যানের লাশ উত্তোলন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ৯নং পোড়াহাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হীরন ও তার গাড়ী চালক আক্তার হোসেনের লাশ কবর থেকে উত্তোলন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) সকালে আদালতের আদেশে হীরনের গ্রামের বাড়ি আড়ুয়াকান্দি ও আক্তারের গ্রামের বাড়ি ভুপতিপুরের পারিবারিক কবরস্থান থেকে তাদের লাশ দাফনের ৫ মাস ১০ দিন পর উত্তোলন করা হয়।

নিহতের স্বজন ও এজাহার সূত্রে জানা যায়, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ জনতা শহিদুল ইসলাম হিরণের শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বাসা ঘেরাও করে। সেসময় তারা তার বাড়িতে আগুন জালিয়ে দেয়। এতে হীরন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। এছাড়াও তার গাড়ি চালক আক্তারকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় শহিদুল ইসলাম হীরনের ভাতিজা জিয়াউল আলম ও আক্তার হোসেনের ভাই মুক্তার হোসেন বাদী হয়ে গত বছরের ২০ ও ১৭ নভেম্বর আদালতে অজ্ঞাত ২’শ থেকে ৩’শ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি আমলে নিয়ে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোছাঃ রুমানা আফরোজ ঝিনাইদহ সদর থানায় এজাহার গ্রহনের জন্য আদেশ দেন। গত ২০ নভেম্বর ঝিনাইদহ সদর থানায় ২ জন নিহতের ঘটনায় একটি মামলা রুজু করা হয়, যার নাম্বার ৩৭। মামলাটি তদন্তের জন্য আদালতের নির্দেশে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বনি আমিন, ডাক্তার, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

হীরনের ভাতিজা মামলার বাদী জিয়াউল আলম বলেন, আদালতে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে থানায় মামলা রুজু হয়েছে। আমরা এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের তদন্তপূর্বক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। আক্তার হোসেনের ভাই মামলার বাদী মুক্তার হোসেন বলেন, আমি আমার ভাইয়ের হত্যার বিচার চাই।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল-মামুন জানান, গত বছরের ২০ নভেম্বর ঝিনাইদহ সদর থানায় ২ টি হত্যার ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। মামলাটি তদন্তের জন্য আদালতের নির্দেশে বৃহস্পতিবার সকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বনি আমিনের উপস্থিতিতে তাদের লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠান হয়েছে।

মেহেরপুর আইনজীবী সমিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ৯

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) সকালে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ভবনে এই ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদে সভাপতি হিসেবে মারুফ আহম্মেদ বিজন, সহ-সভাপতি হিসেবে রফিকুল ইসলাম-১, সাধারণ সম্পাদক এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক, যুগ্ম সম্পাদক ইহান উদ্দিন (মনা), কোষাধ্যক্ষ সাইফুল ইসলাম সাহেব, লাইব্রেরি ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক শফিউল আযম খান (বকুল) নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়া সিনিয়র সদস্য হিসেবে আরিফুজ্জামান এবং সদস্য হিসেবে আয়েশা সিদ্দিকা ও আ.ন.ম. আল মামুন (অনল) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

দর্শনায় এক কসাইকে ১০ হাজার

টাকা জরিমানা

দর্শনা পৌর পিলখানায় পেটে বাছুরসহ গাভী গরু জবাই করায় নাসীর উদ্দিন কসাইকে ভাম্যমান আদালতে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

মঙ্গলবার ভোর ৫টার দিকে দর্শনা পৌরসভা পিলখানায় একটি গাভীন গরু জবাই করে নাসীর কসাই। এসময় পিলখানা পরিদর্শক মোমিনুল ইসলাম বিষয়টি দেখে পৌরসভার প্রসাশক কে এইচ এম তাসফিকুর রহমান ও পৌর ইঞ্জিনিয়ার সাজেদুল আলম, পৌর কর্মকতা হারুন অর রশিদ ও আব্দুর রাজ্জাককে খবর দেয়।

এরপর পৌরসভার প্রসাশক কে এইচ এম তাসফিকুর রহমান কসাই নাসীর উদ্দিনকে থানায় সোর্পদ করার নির্দেশ দেন।

এরপর সকাল ১১টার দিকে দর্শনা থানায় নিবার্হী ম্যাজিট্রেট দায়িত্ব নিয়ে এইচ এম তাসফিকুর রহমান এক ভাম্যমান আদালত বসিয়ে রামনগর ঘুঘুডাঙ্গা পড়ার বড়োর ছেলে বহুল আলোচিত নাসীর উদ্দিন কসাইকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এবং ঐ গরুর মাংশ বিনষ্ট করে মাটিতে পুতে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন।

এছাড়া দর্শনা পৌরসভার পিলখানায় গরু জবাই করতে হলে প্রানী সম্পদ কর্মকতার্র পরীক্ষা-নিরিক্ষা করা ছাড়া গরু জবাই করা যাবে না বলে নির্দেশনা প্রদান করেন। এরপর কসাই নাসীর উদ্দিনকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেন।

এ বিষয়ে দর্শনা পৌর প্রশাসক এইচ এম তাসফিকুর রহমান জানান, স্থানীয় বেশ কয়েজন জানান প্রায় প্রায় এ পিলখানায় জবাই করা গরুর বাছুরসহ ফেলে রাখতে দেখা যায়। এছাড়া ঐ মৃতু গরুর বাছুরকে কুকুরে টেনে হেচড়ে খেতে দেখা যায় বলে জানান স্থানীয় লোকজন। স্থানীয় ক্রেতারা জানান কসাই নাসির প্রায় প্রায় এ রকম গরু জবাই করে।এর আগেও কয়েকবার এরকম ঘটনার জন্য জেল খাটতে হয়েছে।

মেহেরপুরে পল্লী বিদ্যুৎ নিয়োগ পরীক্ষায় ৮ জনের কারাদণ্ড

অসৎ উপায়ে পল্লী বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার (এমআরসিএম) পদে নিয়োগ পরিক্ষায় প্রক্সি দিতে এসে ৮ জনের ঠাই হলো শ্রীঘরে। ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক তাদের তিন দিনের কারাদন্ডাদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন জেল হাজতে।

দন্ডিতরা হলেন, দিনাজপুর জেলার পিরগঞ্জ উপজেলার ধুনোট গ্রামের গিরিশ চন্দ্র রায়ের ছেলে খগেন চন্দ্র রায়, একই জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার ব্রাম্মনভিটা গ্রামের মোটা বাবুর ছেলে শ্যামল চন্দ্র বিশ্বাস, গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ জেলার ধুবনী বাজার এলাকার নুরুন্নবীর ছেলে নুর মওলা, ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার পবহাটি পাড়া গ্রামের দিলীপ দেবনাথের ছেলে দিবস দেবনাথ, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার গুজুক গ্রামের মৃত মুন্নার ছেলে রফিকুল ইসলাম, শেরপুর জেলার সদর উপজেলার টাঙ্গারিপাড়া গ্রামের নাজিমুদ্দীনের ছেলে গোলজার হোসেন, নিলফামারী জেলার জলঢাকা দক্ষিণ বাগুনাপাড়া গ্রামের নুরুল হকের আরিফুল ইসলাম ও শেরপুর জেলা সদরের খানুয়াচারপাড়া গ্রামের ইয়াকুব আলীর ছেলে রাকিবুল হাসান সজীব।

গতকাল শুক্রবার দুপুরের দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্তরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাদের প্রত্যেককে তিন দিন বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানজিনা শারমিন দৃষ্টি।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানজিনা শারমিন দৃষ্টি বলেন, অসৎ উপায়ে অন্যের হয়ে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এমআরসিএম পরীক্ষা দেওয়ার অপরাধে দঃবিঃ ১৮৬০ সালের ১৮৮ ধারার অপরাধে দোষি সাব্যস্ত করে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর ৭(২) মোতাবেক প্রত্যেককে ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুত সমিতির আওতায় বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার (এমআরসিএম) ৭০ টি পদের বিপরিতে নিয়োগ পরিক্ষায় প্রায় সাড়ে ৬ হাজার আবেদনকারী অংশ নেন। এর মধ্যে অন্যের হয়ে অসৎ উপায়ে প্রক্সি দিতে এসেছিলেন দন্ডিতরা। গতকাল শুক্রবার

সকালে মেহেরপুর সরকারি বালক বিদ্যালয়ে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পল্লী বিদ্যুতের এই নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুরে সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর শহরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে জিআর মামলায় ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মোহাম্মদ ওসমান আলী (৫৮) কে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত মোহাম্মদ ওসমান আলী মেহেরপুর শহরের চক্রপাড়া এলাকার মোহাম্মদ আজগর আলীর ছেলে।

মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) বিকালে মেহেরপুর শহরের চক্রপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিনের নের্তৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) জহুরুল ইসলাম, এসআই বিএম রানা, এএসআই মিরাজুল ইসলাম, এএসআই মোঃ শহিদুল ইসলাম ও সংগীয় ফোর্স অভিযানে অংশ নেন।
গ্রেফতারকৃত মোহাম্মদ ওসমানের নামে জিআর -১৪৬ /১৬ মামলা রয়েছে। এই মামলায় তাকে ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছে আদালত। আসামীকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।

ঝিনাইদহে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের স্মারকলিপি পেশ

বিচার বিভাগের জন্য সুপ্রীম কোর্টের অধিনে পৃথক সচিবালয় গঠন, যুগোপযোগী পদ সৃজন ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতীর সুযোগ

রেখে স্বতন্ত্র নিয়োগবিধি প্রণয়নসহ দুই দফা দাবীতে প্রধান বিচারপতি ও আইন উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দিয়ে ঝিনাইদহের বিচার বিভাগীয় কর্মচারীরা।

মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী এসোসিয়েশন ঝিনাইদহ জেলা শাখার পক্ষ থেকে এ স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

সকালে জেলা জজের মাধ্যমে প্রধান বিচারপতি ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে আইন উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি পেশ করে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সেসময় সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি ইমাদ উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক আসাফ উদ দৌলা মাসুমসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সেসময় নেতৃবৃন্দ বলেন, বিচার বিভাগ দীর্ঘদিন স্বতন্ত্র হলেও কর্মচারীরা এখনও সংস্থাপন শাখার অধীনে রয়েছে। যে কারণে দ্বৈত শাসনের মধ্যে পরতে হচ্ছে তাদের। নতুন পদও সৃষ্টি হচ্ছে না। সেই সাথে পদোন্নতীতে বিলম্ব হচ্ছে। তাই পৃথক সচিবালয় গঠন, বিদ্যমান ব্লক পদ বিলুপ্ত করে যুগোপযোগী পদ সৃজন ও জোষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির সুযোগ রেখে সতন্ত্র নিয়োগবিধি প্রণয়ণের দাবী জানান তারা।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই মৃদুল কারাগারে

জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলের ছোট ভাই সহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলকে কারাগারে প্রেরণ করেছে আদালত। মৃদুল সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভাই হওয়ার পাশাপাশি জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক পদধারী।

মঙ্গলবার সহিদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল পৃথক দুটি মামলায় হাজিরা দিতে ছদ্মবেশে মেহেরপুর জেলা আদালত প্রাঙ্গনে আসে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের একজন তাকে চিনে ফেলাতে এ সময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা আদালত প্রাঙ্গণ সমবেত হয়।

ব্যবসায়িক পার্টনার দেবাশীষ বাগচীর দায়েরকৃত চেক ডিজ অনার মামলায় মেহেরপুরের যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে জামিন পেলেও, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যদের দায়ের করা সন্ত্রাস বিরোধী আইনের একটি মামলায় আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতের বিচারক জুয়েল রানা মৃদুলকে জেলা কারাগারের প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন। যে মামলাটিতে মৃদুলকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে সেটির বিবরণ থেকে জানা গেছে, গত ৫ আগস্ট বৈষম বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ছাত্রলীগের ৫০ থেকে ৬০ জন নেতাকর্মী দেশী ও বিদেশী অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এ ঘটনায় গত ২৮ শে আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী রাশিদুল ইসলাম বাদী হয়ে জেলার সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ আদালতের বিচারক মন্জুরুল ইমামের আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে সদর থানাকে এজাহার এফআইআর এর নির্দেশ দেন।

পরবর্তীতে মামলাটি মেহেরপুর সদর থানায় নথিভুক্ত করা হয়। মামলা নং-২০, তারিখ ২৮/০৮/২৪ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী) ২০১২ এর ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(ক)/৭(৬)(খ)১০/১১/১২/১৩ এবং মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং-০৬, তারিখ ১৯/০৮/২৪ ধারা- সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী) ২০১২ এর ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(খ)/১০/১১/১২/১৩।